বিতর্কিত লেখিকার নিষিদ্ধ হওয়া বইটি নিয়ে এক বিতর্কসভার আয়োজন করেছিল 'নবজাগরণ'। সেখানেই মূল বক্তা ছিলেন সুনীল। তিনি বলেন, কোনও বই-ই নিষিদ্ধ করা উচিত নয়। শুধু বই কেন, অনেক নতুন চিন্তা, বৈপ্লবিক ভাবনাকে রুদ্ধ করার চেষ্টা চলে। কিন্তু কখনওই তা রোধ করা যায় না। সুনীল বলেন, বইটি পড়ে মনের মধ্যে অস্বস্তি ও ভয় হয়েছিল। এর যে দুটি পৃষ্ঠায় ধর্মের প্রসঙ্গ আছে, ঢাকাতে তা ছাপা হয়নি। লেখিকা জোরালোভাবে বলেছেন, 'ওদেশে মৌলবাদী আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল জায়গা। এখানে কেন দাঙ্গাহাঙ্গামা হবে।' সুনীল বলেন, 'কথাটার মধ্যে যুক্তি নেই, তা নয়। কিন্তু বাস্তব হল উল্টো। যারা দাঙ্গা করে তারা বই পড়ে না। কিছু লোক উস্কে দেয়। কিছু নিরীহ লোকের প্রাণ যায়।' যশস্বী সাহিত্যিক সুনীলের মতে, ৫০ শতাংশের বেশি লোক এ দেশে এখনও শিক্ষার আলো পায়নি। স্বতন্ত্র মতামত দেওয়ারও সুযোগ নেই। তাঁর কথায়, ওপর থেকে সব চাপিয়ে দেওয়া হয়। অশিক্ষা ও সামাজিক রুচি এখনও তৈরি হয়নি। আর এই কারণেই 'দ্বিখণ্ডিত' রাজ্য সরকার নিষিদ্ধ করায় তাঁর সমর্থন রয়েছে বলে ওই উপচে-পড়া সভায় জানালেন সুনীল। এ দিন সন্ধ্যায় শুরুতেই অবশ্য সঞ্চালক-লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় শ্রোতাদের উপস্থিতি দেখে বলেন, ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলার মধ্যেও এত লোক এসেছেন, এটা খুবই আনন্দের বিষয়। আলোচনাটাও গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিই তাই। শ্রোতারাও মন দিয়ে শুনলেন সুনীলের বক্তব্য। পরে বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নোত্তরে জমে উঠল এক ঘণ্টার ঐ বিতর্ক সভা। বক্তাদের আলোচনায় উঠে এল গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, সক্রেটিস থেকে বার্ট্রান্ড রাসেল ও কাফকার প্রসঙ্গ। বিষয়ের টানে সভায় এসেছিলেন বিশিষ্ট অনেকেই। ছিলেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত, তপন মিত্র, রঞ্জন সেনগুপ্ত, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত পাণ্ডে, আজিজুল হক, ঊর্মিমালা বসু, জিয়াদ আলি প্রমুখ। বাংলাদেশের বিতর্কিত লেখিকা তসলিমার 'দ্বিখণ্ডিত' বইটি এপার বাংলায় রাজ্য সরকার নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গ টেনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, বামফ্রন্ট সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই। এই বামপন্থী মনোভাবের জন্য এখানে দাঙ্গা হয়নি গত ৪০ বছর। সুনীল মনে করেন, রাজ্যের এই কৃতিত্ব বা গর্বকে ভাঙতে এখন চেষ্টা চালানো হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে সুনীল একটি মালয়ালি সাহিত্যের গল্পকে কেন্দ্র করে দাঙ্গায় ১১ জন মানুষের মর্মন্তুদ মৃত্যুকে মনে করিয়ে দেন। তাঁর মতে, পশ্চিমি ভাবনায় যা-ই থাক, এ দেশের সামাজিক পরিস্থিতি এখনও এমন জায়গায় পৌঁছয়নি, যা সাবলীলভাবে গ্রহণ করতে পারে মানুষ। সুনীল বলেন, শ্লীল-অশ্লীল, নৈতিকতা নিয়ে আমার বলার কিছু নেই। আর ধর্মীয় প্রবর্তকরা তখনকার দিনে যা ভেবেছেন, তা খুবই আঞ্চলিক। বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাপট ছিল না। এ সব ভাবনার সংস্কার হওয়া উচিত। দুঃখের কথা, মৌলবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই অন্তত দুটি পৃষ্ঠা বাদ দিলে 'দ্বিখণ্ডিত' নিষিদ্ধ করার কোন প্রশ্নই ছিল না বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। সুনীল বলেছেন, 'আমরা এখানে দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা চাই না।